প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১।	প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়	০৩ টি	-	০৩ টি	-	-	২ টি	১৬.৬৬%	-	-

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ** ০৩ টি

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
“Economic Empowerment of WOMEN Migrant Workers from Bangladesh”	৪৫.৪৪	অক্টোবর, ২০১১ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১২
“Networks for Prevention & Protection of Women Migrant Workers from Violence”	৬৯.০০	জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩
“UN-GOB "Joint Programme to address Violence Against Women”	৩২২.৯০	জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
“Economic Empowerment of WOMEN Migrant Workers from Bangladesh”	--
“Networks for Prevention & Protection of Women Migrant Workers from Violence”	প্রকল্পটির টিপিপি’র উপর ২৩/০৫/২০১০ তারিখে বিভাগীয় বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (ডিএসপিইসি) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সুপারিশের আলোকে পুনর্গঠিত টিপিপি মাননীয় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী কর্তৃক ০১/০৭/২০১০ তারিখে ৬৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ০৮/০৭/২০১৩ তারিখে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটির মেয়াদ জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।
“UN-GOB "Joint Programme to address Violence Against Women”	প্রকল্পটির টিপিপি’র উপর ২৩/০৫/২০১০ তারিখে বিভাগীয় বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (ডিএসপিইসি) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপর্যুক্ত সভার সুপারিশের আলোকে পুনর্গঠিত টিপিপি মাননীয় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী কর্তৃক ০১/০৭/২০১০ তারিখে ৩২২.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ০৮/০৭/২০১৩ তারিখে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করে জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৪। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
১) **বিলম্বে ভুল তথ্য সম্বলিত পিসিআর প্রেরণঃ** আইএমইডি’র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/ ২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর সাড়ে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও	১) বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ মোটেই কাম্য নয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যতে যথাসময়ে পিসিআর প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
কয়েকটি প্রকল্পের পিসিআর বিলম্বে পাওয়া যায়;যা সম্পূর্ণ অনাকাঙ্খিত এবং এত দেরিতে পিসিআর প্রেরণ যে কোন প্রকল্প সঠিকভাবে মূল্যায়নের অন্তরায়।	
২) **অনুমোদিত টিপিপি'র অংগের সাথে পিসিআর-এ বর্ণিত অংগের অসামঞ্জস্যতাঃ** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এ অনুমোদিত টিপিপি সংস্থানকৃত অংগের ব্যয় উল্লেখ না করে টিপিপি বহির্ভূত কতিপয় অংগের ব্যয়ের অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করা যায়; যা পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলা পরিপন্থী।	২) অনুমোদিত টিপিপি'র বহির্ভূত অংগে ব্যয় করা সম্পূর্ণ নিয়ম-নীতি পরিপন্থী। প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপি বহির্ভূত অংগে ব্যয়ের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি'কে অবহিত করবে;
৩) **একই ব্যক্তি একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকঃ** বর্ণিত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প চলাকালীন সময়ে একই সংগে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের "মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাটে ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের পূর্ণ দায়িত্বে এবং "UN-GOB "Joint Programme to address Violence Against Women" ও "Economic Empowerment of WOMEN Migrant Workers from Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্বে ছিলেন। এটি একটি প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সহায়ক নয় এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের ০৮ নভেম্বর, ২০০৯ তারিখের পবি/এনইসি-৩/২০০৭-২০০৮/২৫৯ নং পরিপত্রের ১.৪ নং অনুচ্ছেদের ব্যত্যয়;	৩) ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ও বদলীর ক্ষেত্রে যথাক্রমে পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের ০৮ নভেম্বর, ২০০৯ তারিখের পবি/এনইসি-৩/২০০৭-২০০৮/২৫৯ নং পরিপত্র এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/মসক-৬/২০০৪/৩২ নং প্রজ্ঞাপন অনুসরণ করতে হবে;

UN-GOB "Joint Programme to address Violence Against Women”
শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা।
২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো।

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৩২২.৯০ - (৩২২.৯০)*	--	৩২২.৯০ - (৩২২.৯০)	জানুয়ারি, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২	--	জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩**	--	৬ মাস (১৬.৬৬%)

* International Organization for Migration (IOM)
** ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৫.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১	Consultation Meeting on IEC Material Development	থোক	১.৫০	-	১.৫০	-
০২	Development of Radio & TV spot on VAW	থোক	১৩.৮০	-	১৩.৮০	-
০৩	Development Training video on female migrant workers	থোক	২০.৭০	-	২০.৭০	-
০৪	Development & printing of IEC materials (Brochure, leaflet, poster, IPC & outdoor etc.)	থোক	১৩.৮০	-	১৩.৮০	-
০৫	Needs assessment study for developing info kit for female migrants	থোক	৬.৯০	-	৬.৯০	-
০৬	Development/revision of existing female workers training manual on house keeping	থোক	৫.২০	-	৫.২০	-
০৭	Consultation meeting (female workers training manual sharing meeting)	থোক	০.৯০	-	০.৯০	-
০৮	ToT on revised housekeeping training manual (50 persons) to train 4000 potential migrants	থোক	১.২০	-	১.২০	-
০৯	Hot lines for help desks (airports and BMET)	থোক	০.৩০	-	০.৩০	-
১০	Study tour of Govt. officials to destination country	থোক	১১.২০	-	১১.২০	-
১১	Procurement of equipment for technical training centers (TTC)	থোক	১২.১০	-	১২.১০	-
১২	Training equipment for TTC (housekeeping and caregiver equipments)	থোক	২৩.৫০	-	২৩.৫০	-
১৩	Research/Study on violence against women among Bangladeshi female migrants	থোক	৬.৯০	-	৬.৯০	-
১৪	Development of training monitoring software	থোক	১.২০	-	১.২০	-

ক্রমিক নং	টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৫	Training on monitoring software	থোক	০.৬০	-	০.৬০	-
১৬	Consultation on revised skill development training manual for female migrants	থোক	১.৭০	-	১.৭০	-
১৭	Monitoring visit of Govt. Officials	থোক	৯.৯০	-	৯.৯০	-
১৮	Printing/production of pre-departure training manual (women centered)	থোক	৫.৫০	-	৫.৫০	-
১৯	Refresher ToT for TTC Trainer on Housekeepingin Philippines	থোক	৮.৩০	-	৮.৩০	-
২০	Workshop for the Counselors/Labour attaché	থোক	১৩.৮০	-	১৩.৮০	-
২১	Establishment/strengthening of Help Desk at missions in abroad for migrant women	থোক	৩.০০	-	৩.০০	-
২২	Study dissemination workshop	থোক	০.৭০	-	০.৭০	-
২৩	Printing of Labour Attaché training report	থোক	২.১০	-	২.১০	-
২৪	Strengthen existing Help Desk at Dhaka and establish new help desk at Chittagong, Sylhet Airport & BMET	থোক	১৯.৮০	-	১৯.৮০	-
২৫	PIU meeting cost	থোক	০.১০	-	০.১০	-
২৬	IOM Project Support Cost	থোক	৯৪.৫০	-	৯৪.৫০	-
২৭	Development of Phycho-social module for training shelter home staffs	থোক	৬.৯০	-	৬.৯০	-
২৮	Printing of Psycho-social module	থোক	১.৫০	-	১.৫০	-
২৯	Consultation Meeting (Psycho-social training manual sharing meeting)	থোক	০.৯০	-	০.৯০	-
৩০	ToT for Psycho-social training	থোক	৪.৮০	-	৪.৮০	-
৩১	Psycho-social training for UN shelter home staff 300 persons 12 batches	থোক	১০.৩০	-	১০.৩০	-
৩২	Psycho-social training for partner NGO’s (30 person)	থোক	২.০০	-	২.০০	-
৩৩	Monitoring visit of Govt. Officials	থোক	৪.৬০	-	৪.৬০	-
৩৪	PIU meeting cost	থোক	০.১০	-	০.১০	-
৩৫	IOM project support cost	থোক	১২.৬০	-	১২.৬০	-
	মোটঃ		**৩২২.৯০**	**-**	**৩২২.৯০**	**-**

৬.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০ **সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ**

৭.১ পটভূমিঃ

বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর প্রতি সহিংসতা একটি গভীর সামাজিক ব্যাধি। আমাদের সমাজে বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা সত্ত্বেও নারীরা তাদের জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয় এবং এ বৈষম্য জন্ম থেকে শুরু হয়ে সারা জীবন ধরে চলে। বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার দুটি প্রধান কারণ হচ্ছে পলিসি ও আইনগত কাঠামোর প্রতিকূলতা এবং এ বিষয়ে সমাজ ও ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি। এছাড়াও সহিংসতার শিকার নারী/মেয়েদেরকে তাৎক্ষণিক সহযোগিতা প্রদানের সুযোগ অপ্রতুল। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মূলতঃ তিনটি বিষয়ে কাজ করার লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গৃহীত হয়। প্রথমতঃ বাংলাদেশের পলিসি এবং আইনগত কাঠামো নিয়ে কাজ করা। এর মধ্যে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে পলিসি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, এ বিষয় সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং এনজিও ও সিভিল সোসাইটিকে সহায়তা করা। দ্বিতীয়তঃ নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। তৃতীয়তঃ জেন্ডার ভায়োলেন্সের শিকার নারীদেরকে সহায়তা। সে লক্ষ্যে আশ্রয় কেন্দ্রগুলোর সেবার মান উন্নতকরণের মাধ্যমে সহিংসতার শিকার নারীদেরকে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা।

৭.২ <u>উদ্দেশ্যঃ</u>
প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে- নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে পলিসি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো পর্যালোচনা এবং সহিংসতার শিকার নারীদেরকে সহায়তা প্রদান।
<u>সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ</u>
(ক) নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
(খ) জেন্ডার এবং জেন্ডার বৈষম্যকরণ সম্পর্কিত তথ্য সমৃদ্ধ করা;
(গ) নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সিভিল সোসাইটির ভূমিকা ও মনিটরিং জোরদারকরণ;
(ঘ) নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা, নেটওয়ার্ক ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; এবং
(ঙ) বাংলাদেশ “UN Shelter” এর সম্প্রসারণের মাধ্যমে সহিংসতার শিকার নারীদেরকে সমন্বিত প্যাকেজের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক সহায়তা ও পুনর্বাসন।

৮.০ **<u>প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ</u>**

৮.১ **<u>প্রকল্প অনুমোদনঃ</u>** প্রকল্পটির টিপিপি’র উপর ২৩/০৫/২০১০ তারিখে বিভাগীয় বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (ডিএসপিইসি) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপর্যুক্ত সভার সুপারিশের আলোকে পুনর্গঠিত টিপিপি মাননীয় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী কর্তৃক ০১/০৭/২০১০ তারিখে ৩২২.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ০৮/০৭/২০১৩ তারিখে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করে জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৯.০ **<u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ</u>**
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর পরিচালক ড. মোঃ নুরুল ইসলাম এ প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

১০.০ **<u>প্রকল্প পরিদর্শনঃ</u>**
প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক গত ২১/০৭/২০১৪ তারিখে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)-এর প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক চাকুরিরত (বিভাগীয় তদন্তের কারণে ছুটিতে) না থাকায় তার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তবে উক্ত অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান প্রকল্পটি সম্পূর্ণ DPA অর্থে International Organization for Migration (IOM) কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে, কাজেই তিনি প্রকল্পটির কার্যক্রম সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত নন। বিস্তারিত তথ্যের জন্য তিনি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা IOM-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ জানান। উল্লেখ্য, পরিদর্শনের দিন IOM-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও দাপ্তরিক ব্যস্ততার কারণে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। IOM-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি কি কি তথ্য প্রয়োজন তা E-mail-এর মাধ্যমে চাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। সে অনুযায়ী ২২/০৭/২০১৪ তারিখে E-mail-এ তথ্য চাওয়া হয় এবং কয়েকদিন পরপর ফোনে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। কিন্তু এ সম্পর্কিত কোন তথ্য না পাওয়ায় ১০/০৮/২০১৪ ও ০১/০৯/২০১৪ তারিখে পুনরায় E-mail-এর মাধ্যমে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। পরবর্তীতে IOM-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ০৪/০৯/২০১৪ তারিখে প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের কার্যক্রম সম্পর্কে E-mail তথ্য প্রেরণ করেন। উল্লেখ্য, প্রকল্পের টিপিপি’তে অংগভিত্তিক সংস্থানের বিপরীতে পিসিআরে পুরো অর্থেরই ব্যয় দেখানো হয়েছে। IOM-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা হতে E-mail প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

১০.১ **<u>Consultation Meeting on IEC Material Development</u>:** নিরাপদ নারী অভিবাসন সম্পর্কিত IEC Material প্রণয়নের লক্ষ্যে এ সম্পর্কিত বিভিন্ন stakeholder-দের সাথে অনেকগুলো পরামর্শক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১০.২ **<u>Development of Radio & TV spot on VAW</u>:** নারীর প্রতি সহিংসতার উপর দুটি TV spot প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এগুলো বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হয়েছে।

১০.৩ **<u>Development Training video on female migrant workers & Development & printing of IEC materials (Brochure, leaflet, poster, IPC & outdoor etc.):</u>** বিদেশ গমনেচ্ছুক বিশেষ করে

নারী অভিবাসীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং তারা যেন মধ্যস্বত্বভোগীদের দ্বারা প্রতারিত না হন, সে সম্পর্কে **"স্বপ্নযাত্রা"** নামে একটি নাটক তৈরি করা হয়, যা বেসরকারি টেলিভিশনে প্রচারিত হয়। এছাড়াও আরো অধিক প্রচারের লক্ষ্যে বর্ণিত নাটকের ৫০০ কপি জেলা বহির্গমন অফিস এবং টিটিসিগুলোতে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও নিরাপদ নারী অভিবাসনের উপর লিফলেট, পোস্টার, ব্রুশিয়ার ইত্যাদি ছাপানো হয় এবং সকলের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তা বিভিন্ন স্থানে প্রচারণার জন্য ব্যবহৃত হয়।

১০.৪ **Development/revision of existing female workers training manual on housekeeping: এ অংগের কার্যক্রম পরিবর্তন করে** housekeeping **এর ম্যানুয়েল তৈরি না করে** ৩ দিনব্যাপী বহির্গমনপূর্ব ওরিয়েন্টেশন মডিউল তৈরি করা হয় এবং এ মডিউলের উপর ৩০ জন প্রশিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১০.৫ **Consultation meeting (female workers training manual sharing meeting):** সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদেরকে নিয়ে মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১০.৬ **ToT on revised housekeeping training manual (50 persons) to train 4000 potential migrants:** দুটি ব্যাচে হাউজ কিপিংয়ের উপর টিটিসি'র মাস্টার ট্রেইনারদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৫৬ জন মাস্টার ট্রেইনারকে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং এসব মাস্টার ট্রেইনাররা পরবর্তীতে কতজনকে হাউজকিপিংয়ের উপর প্রশিক্ষণ দিয়েছে সে সম্পর্কিত কোন তথ্য নেই।

১০.৭ **Hot lines for help desks (airports and BMET):** বিএমইটি'তে বিদ্যমান Hotlineটি কার্যকর রাখার জন্য প্রকল্পের আওতায় সহযোগিতা করা হয়। এছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমানবন্দরের হেল্প ডেস্কে ফ্যাক্স মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে।

১০.৮ **Study tour of Govt. officials to destination country:** বিএমইটি এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা হংকং সফর করেন এবং সেখানকার রিক্রুটিং এসোসিয়েশনের সাথে বাংলাদেশ সরকারের একটি MOU স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে বাংলাদেশের নারী অভিবাসীদের জন্য নতুন একটি বাজার তৈরি হয়েছে বলে IOM-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উল্লেখ করেন।

১০.৯ **Procurement of equipment for technical training centers (TTC) & Training equipment for TTC (housekeeping and caregiver equipments):** যশোর, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা এবং চট্টগ্রাম মহিলা টিটিসিতে আইটি ইক্যুইপমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে। তবে কোন ধরনের এবং কতগুলো সে সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নেই। হাউজ কিপিংয়ে বিদেশ যেতে ইচ্ছুক নারীদেরকে ২১ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ৪টি টিটিসি'তে হাউজ কিপিংয়ের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ সুবিধাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রশিক্ষকদের রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদানের পর ৪৫০ জন নারীকে হাউজ কিপিংয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১০.১০ **Research/Study on violence against women among Bangladeshi female migrants:** বিদেশ ফেরৎ নারী শ্রমিকদের পুনর্বাসনের উপর "Returnee women migrant workers of Bangladesh: Insights into improving the employment experience and opportunities in reintegration" শিরোনামে একটি গবেষণা প্রকাশিত হয়।

১০.১১ **Development of training monitoring software & Training on monitoring software:** টিটিসি'তে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্পর্কিত তথ্য নিয়ে "skilledbangladesh.info" নামে একটি ওয়েবসাইট প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে আগ্রহী employer'রা বিভিন্ন বিষয়ের দক্ষ শ্রমিক সম্পর্কিত তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে এবং প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক কোন প্রশিক্ষণার্থী সহজেই ট্রেনিং সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানতে পারবে। বিএমইটি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, টিটিসি'র অধ্যক্ষ এবং আইটি কর্মকর্তাদেরকে ওয়েবসাইটের ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১০.১২ **Consultation on revised skill development training manual for female migrants**: হংকং গমনেচ্ছুক নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু মৌলিক তথ্য, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিদেশে তাদের অবস্থান নিরাপদ রাখার জন্য সহায়ক এমন একটি বুকলেট প্রণয়ন করা হয়েছে।

১০.১৩ **Consultation on revised skill development training manual for female migrants:** টিটিসিগুলোর হাউজ কিপিংয়ের মাস্টার ট্রেইনারদের ফিলিপাইনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কতজনের কয়দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান হয়েছে তা পিসিআর-এ উল্লেখ নেই।

১০.১৪ **Workshop for the Counselors/Labour attaché:** Labour attaches'রা যাতে আভিবাসী বিশেষ করে নারী অভিবাসীদেরকে আরো উন্নততর সেবা প্রদান করতে পারে সে লক্ষ্যে একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রণয়ন করা হয়েছে। নবনিযুক্ত **Labour attaches'**দেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে এটি ব্যবহৃত হবে। এছাড়া এ সম্পর্কিত সরকারের বিভিন্ন সার্কুলার, নির্দেশনাগুলো সংকলিত করা হয়েছে।

১০.১৫ **Establishment/strengthening of Help Desk at missions in abroad for migrant women:** জর্ডানের আম্মান দূতাবাসে নারী অভিবাসীদেরকে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় প্রদানের লক্ষ্যে সহায়তা করা হয়।

১০.১৬ **Strengthen existing Help Desk at Dhaka and establish new help desk at Chittagong, Sylhet Airport & BMET:** বিদেশ ফেরৎ নারীদেরকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমানবন্দরে এবং বিএমইটি'তে হেল্প ডেস্ক স্থাপনে সহায়তা করা হয়েছে। এছাড়াও বিদেশ গমনেচ্ছুকদেরকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে একটি হেল্প ডেস্ক স্থাপনে সহায়তা করা হয়।

১০.১৭ **IOM Project Support Cost:** প্রকল্পের ২৬ ও ৩৫ নং অংগ দুটি IOM project support cost নামে টিপিপি'তে অন্তর্ভুক্ত ছিল। IOM-এর যে সকল কর্মকর্তা প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সহায়তা করেছে তাদের বেতন-ভাতা বাবদ অংগ দুটির আওতায় যথাক্রমে ৯৪.৫০ ও ১২.৬০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ১০৭.১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। উল্লেখ্য, এ দুটি খাতে টিপিপি'তে ১০৭.১০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। এ দুটির খাতের মোট ব্যয় প্রকল্প ব্যয়ের (৩২২.৯০ লক্ষ টাকা) ৩৩.১৭% অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ। তবে কতজন কর্মকর্তার বেতন-ভাতা বাবদ এ ব্যয় হয়েছে তা IOM হতে প্রেরিত তথ্যে উল্লেখ ছিলনা।

১০.১৮ **Development of Phycho-social module for training shelter home staffs:** সহিংসতার শিকার হয়ে সরকারি ও বেসরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেওয়া নারীদের সাথে আশ্রয়কেন্দ্রের home staff'রা কি ধরনের ব্যবহার করবে সে সম্পর্কিত একটি প্রশিক্ষণ সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এ প্রশিক্ষণ সহায়িকার ৪৫০ কপি প্রিন্ট করা হয়েছে। এ বাবদ মোট ব্যয় হয়েছে ৬.৯০ লক্ষ টাকা। এছাড়া অন্য একটি অংগের (Psycho-social training for UN shelter home staff 300 persons 12 batches) আওতায় ১০.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সরকারি ও বেসরকারি মোট ২৮৩টি আশ্রয় কেন্দ্রের home staff'দের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আবার ToT for Psycho-social training অংগের আওতায় ৪.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ১১ জন মাস্টার ট্রেইনারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং Psycho-social training for partner NGO's (30 person) অংগে ২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। বর্ণিত মডিউলটি প্রণয়নে Consultation Meeting বাবদ ০.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ মডিউলটি প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ বাবদ মোট ২৪.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১০.১৯ **Monitoring visit of Govt. Officials:** টিপিপি'র ১৭ ও ৩৩ নং অংগ দুটি Monitoring visit of Govt. Officials নামে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এ দুটি অংগে যথাক্রমে ৯.৯০ ও ৪.৬০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ১৪.৫০ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে ১৪.৫০ লক্ষ টাকাই ব্যয় হয়েছে। IOM হতে প্রেরিত তথ্যে দেখা যায় যে, যশোর, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা এবং চট্টগ্রাম মহিলা টিটিসি এ চারটি টিটিসি'তে মনিটরিং ভিজিট বাবদ এ ব্যয় হয়েছে।

১১.০ **প্রকল্পের মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহঃ** প্রকল্পটি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা হয়েছেঃ

(i) প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপি;
(ii) প্রকল্পের পিসিআর;
(iii) IOM-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনা; এবং
(iv) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সমধর্মী প্রকল্পের সাথে বর্ণিত প্রকল্পের কর্মকান্ডের পর্যালোচনা।

১২.০ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ** IOM কর্তৃক প্রেরিত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে প্রকল্পটির অর্জন সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল:

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;	• ৪টি টিটিসি'তে আইটি ইক্যুইপমেন্ট ও হাউজ কিপিংয়ের প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে; • ৫৬ জন মাস্টার ট্রেইনারকে হাউজ কিপিংয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; • বহির্গমনপূর্ব ওরিয়েন্টেশন মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে; • টিটিসিগুলোতে কি ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় সে সম্পর্কিত একটি ওয়েববেজড ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে;
খ) জেন্ডার এবং জেন্ডার বৈষম্যকরণ সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণের উন্নতি	• নারীর প্রতি সহিংসতার উপর রেডিও এবং টিভি স্পট প্রচার করা হয়েছে;

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
সাধন;	• আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১২ উপলক্ষ্যে একটি টেলিফিল্ম প্রচারিত হয়েছে; • IEC উপকরণের মাধ্যমে প্রচারণা চালানো হয়েছে; • বিদেশ ফেরৎ নারী অভিবাসীদের সমস্যা ও পূনর্বাসন সম্পর্কে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে;
গ) নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সিভিল সোসাইটির ভূমিকা ও মনিটরিং জোরদারকরণ;	IOM কর্তৃক প্রেরিত তথ্য হতে দেখা যায় যে, এ উদ্দেশ্যটি অর্জনের লক্ষ্যে কোন কার্যক্রম গৃহীত হয়নি;
ঘ) নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা, নেটওয়ার্ক ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; এবং	• বিএমইটি'তে বিদ্যমান হটলাইনটি চালু রাখার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে; • সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে; • জর্ডানের আম্মান দূতাবাসে নারী অভিবাসীদের অস্থায়ী আশ্রয়ের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে; • বাংলাদেশের ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে; • Labour attaché ম্যানুয়েলটি প্রণয়ন করা হয়েছে;
ঙ) বাংলাদেশ "UN Shelter" এর সম্প্রসারণের মাধ্যমে সহিংসতার শিকার নারীদেরকে সমন্বিত প্যাকেজের মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ সহায়তা ও পুনর্বাসন।	সরকারি ও বেসরকারি মোট ২৮৩টি আশ্রয় কেন্দ্রের Home staff'দের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ম্যানুয়েল তৈরি করা হয়েছে এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ১১ জন মাস্টার ট্রেইনারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

১৩.০ **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ** সম্পূর্ণ ডিপিএ অর্থে বাস্তবায়িত প্রকল্পটির মোট ব্যয়ের (৩২২.৯০ লক্ষ টাকা) এক-তৃতীয়াংশই (১০৭.১০ লক্ষ টাকা) ব্যয় হয়েছে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট IOM-এর কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা বাবদ। এছাড়াও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল (Phycho-social, Labour attaché, pre-departure training manual, Development & printing of IEC materials, housekeeping) তৈরি এবং এগুলোর উপর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। নারীর প্রতি সহিংসতার উপর Radio & TV spot এবং টেলিফিল্ম প্রচারিত হয়েছে। বিদেশ ফেরৎ নারী শ্রমিকদের পূনর্বাসনের উপর একটি গবেষণা প্রকাশিত হয়। ৪টি টিটিসি'তে হাউজ কিপিংয়ের উপর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এগুলোতে বিভিন্ন আইটি ইক্যুইপমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে। কাজেই সহজে অনুমেয় যে, এসব কর্মকান্ডের ফলে সহিংসতার শিকার নারীদেরকে কতটুকু সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। মূলতঃ উন্নয়ন সহযোগীদের ইচ্ছায় কোনরূপ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ব্যতিরেকে এ ধরনের প্রকল্প গৃহীত হওয়ায় সুনির্দিষ্ট কোন ফলাফল আসছে না।

১৪.০ **প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ**

১৪.১ **বিলম্বে পিসিআর প্রেরণঃ** আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/ ২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর সাড়ে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পটি জুন, ২০১৩'তে সমাপ্ত হলেও প্রকল্পটির পিসিআর আইএমইডি'তে পাওয়া যায় ০৮/০৬/২০১৪ তারিখে অর্থাৎ প্রায় ১১ মাস পর;

১৪.২ **সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত প্রদানে বিলম্ব হওয়াঃ** প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক ব্যয় এবং প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানার লক্ষ্যে IOM-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হলে, কি কি তথ্য প্রয়োজন তা E-mail-এর মাধ্যমে চাওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। ২২/০৭/২০১৪ তারিখে তাঁর নিকট E-mail তথ্য চাওয়া হয় এবং ১০/০৮/২০১৪ ও ০১/০৯/২০১৪ তারিখে E-mail-এর মাধ্যমে পুনরায় অনুরোধ করা হয়। এছাড়াও মধ্যবর্তী সময়ে টেলিফোনে তাঁকে বিষয়টি বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। পরবর্তীতে IOM-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ০৪/০৯/২০১৪ তারিখে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে E-mail-এ তথ্য প্রেরণ করেন। প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে বিলম্বে তথ্য প্রেরণ সম্পূর্ণ অনাকাংখিত ও দুঃখজনক। প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য প্রেরণে বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে বিলম্ব হয়েছে;

১৪.৩ **সবগুলো অংগে বরাদ্দের সমান ব্যয় হওয়াঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী ৩৫টি অংগের বিপরীতে ৩২২.৯০ লক্ষ টাকার সংস্থান এবং পিসিআরে ৩৫টি অংগের বিপরীতে ৩২২.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। প্রকল্পের সকল অংগে টিপিপি সংস্থানের ঠিক সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় হওয়া প্রায় অসম্ভব। বর্ণিত প্রকল্পের পিসিআরে Internal Audit এবং External Audit (FAPAD-এর অডিট) সম্পর্কিত কোন তথ্য নেই অর্থাৎ প্রকল্পটির অডিট সম্পন্ন হয়নি। প্রকল্পের টিপিপি'র ১৭ ও ৩৩ নং অংগে Monitoring visit of Govt. Officials খাতে ১৪.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তারা প্রকল্প মনিটরিংয়ের জন্য সরকারি নিয়ম মোতাবেক ভাতা পায়, কাজেই প্রকল্পের আওতায় এ বাবদ ১৪.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বিষয়টি মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

১৪.৪ **একই ব্যক্তি একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকঃ** বর্ণিত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প চলাকালীন সময়ে একই সংগে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের "মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাটে ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের পূর্ণ দায়িত্বে এবং "UN-GOB Joint Programme to address Violence Against Women" ও "Economic Empowerment of WOMEN Migrant Workers from Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্বে ছিলেন। এটি প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সহায়ক নয় এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের ০৮ নভেম্বর, ২০০৯ তারিখের পবি/এনইসি-৩/২০০৭-২০০৮/২৫৯ নং পরিপত্রের ১.৪ নং অনুচ্ছেদের ব্যত্যয়;

১৪.৫ **যথাযথ Feasibility Study সম্পন্ন না করে প্রকল্প গৃহীত হওয়াঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপি'তে মোট ৩৫টি অংগ রয়েছে, যা এ ধরনের প্রকল্পের ক্ষেত্রে অত্যধিক মনে হয়েছে এবং একই নামের অংগের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের নাম হচ্ছে "UN-GOB "Joint Programme to address Violence Against Women"। প্রকল্পের নাম ও পটভূমির সাথে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের সামঞ্জস্যতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে পলিসি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো পর্যালোচনা এবং সহিংসতার শিকার নারীদেরকে সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত কোন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় পরিলক্ষিত হয়নি।

১৪.৬ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কি-না সেটি নির্ণয় করা সম্ভব না হওয়াঃ** সার্বিকভাবে দেখা যাচ্ছে যে, বর্ণিত প্রকল্পের সিংহভাগ অর্থই IOM-এর প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা (মোট প্রকল্প ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ), বিভিন্ন ম্যানুয়েল তৈরি এবং এগুলো তৈরিতে কনসালটেন্সি মিটিং ও এগুলোর উপর প্রশিক্ষণ, Radio & TV spot তৈরি এবং টেলিফিল্ম তৈরি, গবেষণা, IEC উপকরণ তৈরি ও ছাপানো এবং এগুলোর মাধ্যমে প্রচার ইত্যাদি বাবদ ব্যয় হয়েছে। এসব কর্মকান্ডের ফলে নারী অভিবাসীরা কতটুকু উপকৃত হয়েছে বা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে পলিসি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো পর্যালোচনা এবং সহিংসতার শিকার নারীদেরকে সহায়তা প্রদান কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা যথাযথ গবেষণা ব্যতীত নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে সমসাময়িক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে একথা বলা যায় যে, এ ধরনের প্রকল্পের দৃশ্যমান Outcome নিতান্তই অল্প। বিশেষ করে, বর্ণিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যে কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে সেগুলোর কার্যকারিতা সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে ও প্রেসক্রিপশনে গৃহীত এসব প্রকল্প যতটা না Demand Driven তার চেয়ে বেশি Supply Driven হচ্ছে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প সাহায্য কতটুকু Effective হচ্ছে কিংবা Value Add কিভাবে নিশ্চিত করা হচ্ছে সে বিষয়ে চিন্তার অবকাশ রয়েছে। আর এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের পর প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের তথ্য উপাত্ত সঠিকভাবে না পাওয়ায় সবোর্পরি প্রকল্পের Visible কোন Outcome না থাকায় প্রকল্প মূল্যায়নে সমস্যা হয়।

১৪.৭ **কাজের দ্বৈততা থাকা এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক একই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়াঃ** সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক অক্টোবর, ২০০৯ হতে জুন, ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়িত "Ensuring Safe Migration of Bangladesh Women Workers (Revised)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় Labour attaché ম্যানুয়েলটি প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, বর্ণিত প্রকল্পের আওতায়ও এ কাজটি সম্পাদন করা হয়েছে। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি বা সহিংসতা প্রতিরোধে বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় প্রায় একই শিরোনামে বা একটু ভিন্ন শিরোনামে অনেকগুলো প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে বা করছে। তন্মধ্যে বর্ণিত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নকারী কর্মকর্তা ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সমাপ্ত হওয়া নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলো সম্পর্কে অবগত আছেনঃ

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রাক্কলিত ব্যয় (উন্নয়ন সহযোগী)	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়
১।	"UN-GOB "Joint Programme to address Violence Against Women"।	৩২২.৯০ (IOM)	প্রবাসী কল্যাণ ও

২।	Networks for Prevention and Protection of Women Migrant Workers from Violence	৬৯.০০ (UN-WOMEN)	বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৩।	"Economic Empowerment of WOMEN Migrant Workers from Bangladesh"	৫৩.২৮ (UN-WOMEN)	
৪।	Joint Programme to Address Violence against Women	২২৯.৪৫ (UNFPA)	তথ্য মন্ত্রণালয়
৫।	নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ	১২৩.০০ (UNFPA)	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৬।	Promotion of Gender Equality and Women's Empowerment (২য় সংশোধিত)"	২১৪০.৭২ (UNFPA)	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এছাড়াও পূর্ববর্তী অর্থ বছরগুলোতেও প্রায় একই ধরনের অনেক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে বা বর্তমানে চলমান রয়েছে এবং এসব প্রকল্পগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ করা। কিন্তু সম্প্রতি ইউনিসেফ কর্তৃক প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, দক্ষিণ এশিয়ায় কিশোরী নির্যাতনে বাংলাদেশ শীর্ষে। তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে গৃহীত এসব প্রকল্পগুলো আমাদের সমাজে কতটুকু অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে। ইউনিসেফের প্রতিবেদনটি আমাদেরকে এক তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ প্রশ্নের দিকে ঠেলে দেয়।

ইউনিসেফের প্রতিবেদন

দক্ষিণ এশিয়ায় কিশোরী নির্যাতনের শীর্ষে বাংলাদেশ

প্রথম আলো ডেস্ক

জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) বলেছে, বিশ্বে প্রতি ১০ জনে একজন মেয়ে ১৯ বছর বয়স পেরোনোর আগেই ধর্ষণ বা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। আর দক্ষিণ এশিয়ায় কিশোরী নির্যাতনের হার সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশে। এখানে প্রায় প্রতি দুজনের একজন (৪৭ শতাংশ) বিবাহিত কিশোরী (১৫ থেকে ১৯ বছর) স্বামী বা সঙ্গীর হাতে নির্যাতনের শিকার হয়।

গতকাল শুক্রবার প্রকাশিত 'হিডেন ইন প্লেইন সাইট' (দৃষ্টির মধ্যেই সুপ্ত) শীর্ষক প্রতিবেদনটিতে শিশুদের ওপর সহিংসতার মাত্রা ও ধরন জানতে ১৯০টি দেশ থেকে তথ্য-উপাত্ত ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রতিবেদন প্রসঙ্গে মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ প্রথম আলোকে বলেন, বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ হচ্ছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বাল্যবিবাহের শিকার যারা হচ্ছে, তাদের বিয়ের পরে শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। কেননা, বিয়ে ও অন্য পরিবারের সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা থাকে না। তবে সরকার বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ব্যাপকভাবে কাজ করছে। নতুন আইন করতে যাচ্ছে সরকার। সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে বাল্যবিবাহের শিকার এই কিশোরীদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

বেসরকারি সংগঠন ব্রেকিং দ্য সাইলেন্সের নির্বাহী পরিচালক রোকসানা সুলতানা বলেন, পরিবারের নিকটজনদের হাতে এ ধরনের নির্যাতন বেশি হয়। এ ধরনের ঘটনা বন্ধু বা সমবয়সীদের মাঝে বেশি প্রকাশিত হয়।

ইউনিসেফের প্রতিবেদনের প্রচ্ছদ

স্বামী বা সঙ্গীর নিপীড়ন: প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, সারা বিশ্বে বিবাহিত কিশোরীদের (১৫ থেকে ১৯ বছর) মধ্যে শারীরিক, যৌন বা মানসিক নির্যাতনের শিকার হয় প্রতি তিনজনে একজন। এই হার সবচেয়ে বেশি ইকুয়েটোরিয়াল গিনিতে, ৭৩ শতাংশ। আর সবচেয়ে কম ইউক্রেনে, ২ শতাংশ।

এ ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অবস্থা নাজুক বলে উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। এখানে কোনো না কোনো সময় বিবাহিত বা সঙ্গী ছিল—এমন প্রতি পাঁচজন নারীর একজন তাঁদের স্বামী বা সঙ্গীর কাছ থেকে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে এই হার সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশে, ৪৭ শতাংশ। ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এ ক্ষেত্রে ৭ নম্বরে। এরপর ভারত, পাকিস্তান ও নেপালে এই হার যথাক্রমে ৩৪, ২৮ ও ২৩ শতাংশ।

১৫ থেকে ১৯ বছরের কিশোরীদের সঙ্গীর কাছ থেকে শুধু শারীরিক নির্যাতনের শিকার

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

(দৈনিক প্রথম আলো, ০৬/০৯/২০১৪)

১৫.০ <u>সুপারিশ/দিক-নির্দেশনা</u> ঃ

১৫.১ বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ মোটেই কাম্য নয়। ভবিষ্যতে সময়মতো পিসিআর প্রেরণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নিশ্চিত করতে হবে;

১৫.২ প্রকল্প মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। ভবিষ্যতে যে কোন সমাপ্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে আইএমইডি কর্তৃক সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালকের সহযোগিতা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগীদের সময়মতো তথ্য প্রদানের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নিশ্চিত করতে হবে;

১৫.৩ বর্ণিত প্রকল্পটি অনুমোদনের পর সংশোধন করা হয়নি কাজেই প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপি'র অংগভিত্তিক সংস্থানের সমান সমান ব্যয় হওয়া প্রায় অসম্ভব। বর্ণিত প্রকল্পের Internal Audit এবং External Audit (FAPAD এর অডিট) সম্পন্ন করে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে;

১৫.৪ ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ও বদলীর ক্ষেত্রে যথাক্রমে পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের ০৮ নভেম্বর, ২০০৯ তারিখের পবি/এনইসি-৩/২০০৭-২০০৮/২৫৯ নং পরিপত্র এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/মসক-৬/২০০৪/৩২ নং প্রজ্ঞাপন অনুসরণ করতে হবে;

১৫.৫ ভবিষ্যতে প্রকল্পের অভিষ্ট Output অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্পের Output indicator গুলো যতটা সম্ভব পরিমাপযোগ্য করে Log Frame–এ উল্লেখ করতে হবে। এতে প্রকল্প চলাকালীন পরিবীক্ষণ এবং সমাপ্তির পর প্রকৃত অর্জনের মূল্যায়ন করা সহজ হবে;

১৫.৬ এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নকালে যেসব কার্যক্রমের (সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, র‌্যালী, কর্মশালা, আলোচনা সভা ইত্যাদি) পরবর্তী সময়ে দৃশ্যমান কোন Outcome পাওয়া যায় না সে সকল কার্যক্রম আয়োজনের পূর্বে কার্যক্রম সম্পর্কে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে। যাতে আইএমইডি কার্যক্রম চলাকালে তা পরিদর্শন করতে পারে।

"Networks for Prevention & Protection of Women Migrant Workers from Violence"
শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা।
২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো।

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৬৯.০০ - (৬৯.০০)*	--	৬৯.০০ - (৬৯.০০)	জানুয়ারি, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২	--	জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩**	--	৬ মাস (১৬.৬৬%)

* UN-WOMEN
** ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৫.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১।	Round Table on VAW (16 day activism)	থোক	৬.২০	-	৬.২০	-
০২।	Network of returnee women migrant workers	থোক	৭.৬০	-	৭.৬০	-
০৩।	Capacity building of Networks	থোক	১০.৪০	-	১০.৪০	-
০৪।	Meetings on CEDAW and GR 26	থোক	৬.৯০	-	৬.৯০	-
০৫।	National Consultations	থোক	৪.১০	-	৪.১০	-
০৬।	Media Advocacy	থোক	১৭.৯০	-	১৭.৯০	-
০৭।	National and Regional Consultants	থোক	৫.৫০	-	৫.৫০	-
০৮।	Review budget of Ministry from gender perspective	থোক	৬.২০	-	৬.২০	-
০৯।	Honorarium for FC and others	থোক	২.১০	-	২.১০	-
১০।	Miscellaneous	থোক	২.১০	-	২.১০	-
	মোটঃ		**৬৯.০০**	**-**	**৬৯.০০**	**-**

৬.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ পটভূমিঃ

বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর প্রতি সহিংসতা একটি গভীর সামাজিক সমস্যা। আমাদের সমাজে বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা সত্ত্বেও নারীরা তাদের জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয় এবং এ বৈষম্য জন্ম থেকে শুরু হয়ে সারা জীবন ধরে চলে। প্রতি বছর এটি হাজার হাজার মানুষ ও পরিবারের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার দুটি প্রধান কারণ হচ্ছে পলিসি ও আইনগত কাঠামোর প্রতিকূলতা এবং এ বিষয়ে সমাজ ও ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি। দারিদ্র বিমোচন এবং অর্থনৈতিক

স্বচ্ছলতার লক্ষ্যে বাংলাদেশের হাজার হাজার অদক্ষ বা আধা-দক্ষ নারী শ্রমিক বিদেশ গমন করে। যথাযথ আইনী কাঠামোর অভাবে তারা বিদেশে বিভিন্ন হয়রানির শিকার হয়। এছাড়াও তারা দেশে ফেরৎ আসার পর তাদেরকে যথাযথভাবে পুনর্বাসন করা হয়না। মূলতঃ এ সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তিনটি বিষয়ে কাজ করার লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গৃহীত হয়। প্রথমতঃ বাংলাদেশের পলিসি এবং আইনগত কাঠামো নিয়ে কাজ করা। এর মধ্যে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে পলিসি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, এ বিষয় সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং এনজিও ও সিভিল সোসাইটিকে সহায়তা করা। দ্বিতীয়তঃ নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। তৃতীয়তঃ জেন্ডার ভায়োলেন্সের শিকার নারীদেরকে সহায়তা লক্ষ্যে বিদ্যমান আশ্রয় ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, সংস্কার এবং উন্নতি সাধনের মাধ্যমে সহিংসতার শিকার নারীদেরকে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা।

৭.২ **<u>উদ্দেশ্যঃ</u>**

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে নারীর প্রতি সকল ধরণের বৈষম্য কমিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন ও সমতার সুযোগ তৈরি করা। এছাড়া প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) অভিবাসন চক্রে নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা;

(২) নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিহত করা এবং যারা সহিংসতায় আক্রান্ত তাদের সুরক্ষার জন্য একটি জাতীয় নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা; এবং

(৩) নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়ে জিরো টলারেন্স এর জন্য গণমাধ্যমের সাহায্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৮.০ **<u>প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ</u>**

৮.১ <u>প্রকল্প অনুমোদনঃ</u> প্রকল্পটির টিপিপি'র উপর ২৩/০৫/২০১০ তারিখে বিভাগীয় বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (ডিএসপিইসি) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সুপারিশের আলোকে পুনর্গঠিত টিপিপি মাননীয় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী কর্তৃক ০১/০৭/২০১০ তারিখে ৬৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ০৮/০৭/২০১৩ তারিখে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটির মেয়াদ জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৯.০ **<u>বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ</u>**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি বরাদ্দ (সংশোধিত)			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১০-২০১১	২০.৬৫	-	২০.৬৫	-	২০.৬৫	-	২০.৬৫
২০১১-২০১২	২৫.৩৪	-	২৫.৩৪	-	২৫.৩৪	-	২৫.৩৪
২০১২-২০১৩	২৩.০১	-	২৩.০১	-	২৩.০১	-	২৩.০১
মোটঃ	**৬৯.০০**	**-**	**৬৯.০০**	**-**	**৬৯.০০**	**-**	**৬৯.০০**

১০.০ **<u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ</u>**

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর পরিচালক ড. মোঃ নুরুল ইসলাম এ প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

১১.০ **<u>প্রকল্প পরিদর্শনঃ</u>**

প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক গত ২১/০৭/২০১৪ তারিখে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)-এর প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক চাকুরিরত (বিভাগীয় তদন্তের কারণে ছুটিতে) না থাকায় তার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তবে উক্ত অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রকল্পটির কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু ধারণা দেন এবং আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা UN-WOMEN-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ জানান। উল্লেখ্য, পরিদর্শনের দিন UN-WOMEN-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও দাপ্তরিক ব্যস্ততার কারণে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। UN-WOMEN-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হলে যে সব তথ্য প্রয়োজন তা E-mail-এর মাধ্যমে চাওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। সে অনুযায়ী ২২/০৭/২০১৪ তারিখে E-mail-এ তথ্য চাওয়া হয় এবং কয়েকদিন পরপর ফোনে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। কিন্তু এ সম্পর্কিত কোন তথ্য না পাওয়ায় ১০/০৮/২০১৪ ও ০১/০৯/২০১৪ তারিখে পুনরায় E-mail-এর মাধ্যমে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া হলেও সংশ্লিষ্ট

কর্মকর্তা দিচ্ছি/দেব বলে অদ্যাবধি কোন তথ্য সরবরাহ না করায় প্রকল্পের টিপিপি অনুযায়ী অংগভিত্তিক ব্যয় বিশ্লেষণ, প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলোর যথার্থতা যাচাই এবং বর্তমানে এগুলোর কি অবস্থা তা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপি'তে বিভিন্ন অংগের বিপরীতে যে পরিমাণ অর্থের সংস্থান ছিল পিসিআরে তার পুরোটাই খরচ দেখানো হয়েছে। পরিদর্শনের সময় বিএমইটি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে যে ধারণা দেন তা নিম্নরূপঃ

১১.১ **Round Table on VAW (16 day activism):** প্রকল্প শুরুর প্রথম ১৬ দিনের মধ্যে ৭টি জেলায় নারী অভিবাসন-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে সমাজের বিভিন্ন পেশা, শ্রেণির লোকজন নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া সেমিনার, র‍্যালিও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১১.২ **Network of returnee women migrant workers & capacity building of networks:** এ দুটি অংগের কাজ OKUP (ওকাপ) নামক এনজি'র মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। বিদেশ ফেরৎ নারীদেরকে নিয়ে একটি নেটওয়ার্ক স্থাপনই ছিল এ দুটি অংগের মূল কাজ। OKUP-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা জেলার ১০০ জন বিদেশ ফেরৎ নারীকে নিয়ে "নারী" নামে একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং বিএমইটি'র নীচতলায় এ কমিটির একটি অফিস স্থাপন করা হয়। কমিটির সদস্যরা অফিসে আসতেন এবং বিদেশ যাওয়া ও বিদেশে অবস্থানকালীন সময়ে তাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা শেয়ার করতেন। এসব বিদেশ ফেরৎ নারীরা তাদের এলাকায় গিয়ে বিদেশ যাওয়ার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বিদেশ গমনেচ্ছুক অন্য নারীদের অবহিত করাই ছিল এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য, যাতে বিদেশ গমনেচ্ছু নারীরা বিপদে না পড়েন। কিন্তু "নারী" কমিটির সদস্যরা এলাকায় গিয়ে বিভিন্ন তথ্য অন্যদের সাথে আলোচনা করেছেন কি-না বা এ বিষয়টির Follow-up কিভাবে করা হয়েছে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা হতে কিছু জানা যায়নি।

১১.৩ **Meetings on CEDAW and GR 26:** এ অংগের আওতায় হোটেল রূপসী বাংলায় দুটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের মূল বিষয়বস্তু ছিল CEDAW'র সাধারণ সুপারিশমালা ২৬ এর আলোকে নারী অভিবাসী কর্মীদের অধিকার সুরক্ষা করা এবং বৈষম্য রোধ করা সম্পর্কিত। বিএমইটি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, সেমিনারের র‍্যাপোটিয়ার্স রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয় এ বিষয়টির উপর কাজ করছে।

১১.৪ **Media Advocacy:** এ অংগের আওতায় এটিএন বাংলায় অভিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে প্রকল্প চলাকালীন সময় ৩টি টক শো অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিরাপদ অভিবাসন নিয়ে লিফলেট, পোস্টার, বুকলেট ছাপানো, পত্রিকার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা ইত্যাদি করা হয়েছে। বিএমইটি'র মাধ্যমে বিদেশ গেলে কি ধরনের সুবিধা হয় এরকম ৩টি Case study নিয়ে ২০ মিনিটের Video Documentary তৈরি করা হয়। বাংলাদেশ বেতারে ২৬ পর্বের রেডিও প্রোগ্রাম করা হয় এবং প্রত্যেক পর্বের শেষে নিরাপদ নারী অভিবাসন বিষয়ে কুইজ অনুষ্ঠান করা হয়।

১১.৫ National Consultations, National and Regional Consultants, Review budget of Ministry from gender perspective, Honorarium for FC and others এ সকল অংগের আওতায় কি কি কাজ সম্পাদিত হয়েছে তা জানাতে পারেননি এবং UN-Women-এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি হতেও এ সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

১২.০ **প্রকল্পের মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহঃ** প্রকল্পটি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা হয়েছেঃ

(i) প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপি;
(ii) প্রকল্পের পিসিআর;
(iii) বিএমইটি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে আলোচনা; এবং
(iv) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত/বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন সমধর্মী প্রকল্পের সাথে বর্ণিত প্রকল্পের কর্মকান্ডের পর্যালোচনা।

১৩.০ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
অভিবাসন চক্রে নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা;	৭টি জেলায় নারী অভিবাসন-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে সমাজের বিভিন্ন পেশা, শ্রেণির লোকজন নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া সেমিনার, র‍্যালিও অনুষ্ঠিত হয়েছে;

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিহত করা এবং যারা সহিংসতায় আক্রান্ত তাদের সুরক্ষার জন্য একটি জাতীয় নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা; এবং	৩টি জেলার (মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা) বিদেশ ফেরৎ ১০০ জন নারী অভিবাসী নিয়ে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে "নারী" নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে এটি বর্তমানে কার্যকর কি-না তা জানা যায়নি; এবং
নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়ে জিরো টলারেন্স এর জন্য গণমাধ্যমের সাহায্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।	লিফলেট, পোস্টার, বুকলেট ছাপানো, পত্রিকার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রচার প্রচারণা ইত্যাদি এবং Video Documentary তৈরির মাধ্যমে এ উদ্দেশ্য অর্জনের চেষ্টা করা হয়েছে।

১৪.০ **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ** পিসিআর পর্যালোচনা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মকান্ড (সভা, সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক, র‌্যালী, Video Documentary, "নারী" নামে বিদেশ ফেরৎ নারীদের নেটওয়ার্ক তৈরি ইত্যাদি) সম্পন্ন হয়েছে। এ সকল কর্মকান্ডের ফলে নিরাপদ নারী অভিবাসন কতটুকু অর্জিত হয়েছে বা নারী প্রতি সহিংসতা কতটুকু রোধ করা সম্ভব হয়েছে তা যথাযথ গবেষণা ব্যতীত নির্ণয় করা অসম্ভব।

১৫.০ **প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ**

১৫.১ **বিলম্বে পিসিআর প্রেরণঃ** আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/ ২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর সাড়ে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পটি জুন, ২০১৩'তে সমাপ্ত হলেও প্রকল্পটির পিসিআর আইএমইডি'তে পাওয়া যায় ২৩/০৩/২০১৪ তারিখে অর্থাৎ প্রায় ৯ মাস পর;

১৫.২ **সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত প্রদানে উন্নয়ন সহযোগীদের অসহযোগীতাঃ** প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক ব্যয় এবং প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানার লক্ষ্যে UN-WOMEN-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হলে, কি কি তথ্য প্রয়োজন তা E-mail-এর মাধ্যমে চাওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। ২২/০৭/২০১৪ তারিখে তাঁর নিকট E-mail তথ্য চাওয়া হয় এবং ১০/০৮/২০১৪ ও ০১/০৯/২০১৪ তারিখে E-mail-এর মাধ্যমে পুনরায় অনুরোধ করা হয়। এছাড়াও মধ্যবর্তী সময়ে টেলিফোনে তাঁকে বিষয়টি বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হলেও এ সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। যা সম্পূর্ণ অনাকাংখিত ও দুঃখজনক। এর ফলে প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে বিলম্ব হয়েছে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনে সবগুলো তথ্য বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি;

১৫.৩ **বরাদ্দের সমান সমান ব্যয়ঃ** প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী ১০টি অংগের বিপরীতে ৬৯.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল এবং পিসিআরে ১০টি অংগের বিপরীতে ৬৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। প্রকল্পের সকল অংগে টিপিপি সংস্থানের ঠিক সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় হওয়ার বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে

১৫.৪ **একই ব্যক্তি একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকঃ** বর্ণিত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প চলাকালীন সময়ে একই সংগে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের **"মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাটে ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন"** শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের পূর্ণ দায়িত্বে এবং **"UN-GOB "Joint Programme to address Violence Against Women"** ও **"Economic Empowerment of WOMEN Migrant Workers from Bangladesh"** শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্বে ছিলেন। এটি একটি প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সহায়ক নয় এবং প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের ০৮ নভেম্বর, ২০০৯ তারিখের পবি/এনইসি-৩/২০০৭-২০০৮/২৫৯ নং পরিপত্রের ১.৪ নং অনুচ্ছেদের ব্যত্যয়;

১৫.৫ **বিদেশ ফেরৎ নারীদের নেটওয়ার্ক sustain করেছে কি-না তা Follow-up না করাঃ** প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিদেশ ফেরৎ নারীদেরকে নিয়ে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা এবং বিদেশ গমন নিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা এলাকার বিদেশ গমনেচ্ছুক নারীদের সাথে শেয়ার করা, যাতে তারা বিদেশ যাত্রার পথে বা বিদেশে গিয়ে কোন অসুবিধার সম্মুখীন না হন। এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে OKUP (ওকাপ) নামক এনজি'র মাধ্যমে **৩টি জেলার** (মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা) বিদেশ ফেরৎ ১০০ জন নারী অভিবাসী নিয়ে "নারী" নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং তাদের জন্য বিএমইটি'র নীচ তলায় একটি কক্ষ বরাদ্দ দেয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তারা এলাকায় গিয়ে কিভাবে অন্যান্যদের সাথে তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন সেটির Follow-up সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি;

১৫.৬ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কি-না সেটি নির্ণয় করা সম্ভব না হওয়াঃ** সার্বিকভাবে দেখা যাচ্ছে যে, এ ধরণের প্রকল্পের সিংহভাগ কাজই সভা, সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক, মিডিয়া এডভোকেসি প্রোগ্রাম, **পোস্টার, বুকলেট ছাপানো, পত্রিকার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রচার প্রচারণা ইত্যাদির** মধ্যে সীমাবদ্ধ। এসব কর্মকান্ডের ফলে নারী অভিবাসীরা কতটুকু উপকৃত হচ্ছে তা যথাযথ গবেষণা ব্যতীত নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে সমসাময়িক সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে একথা বলা যায় যে, এ ধরনের প্রকল্পের দৃশ্যমান আউটকাম নিতান্তই অল্প। বিশেষ করে, বর্ণিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যে কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে সেগুলোর কার্যকারিতা সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে ও প্রেসক্রিপশনে গৃহীত এসব প্রকল্প যতটা না Demand Driven তার চেয়ে বেশী Supply Driven হচ্ছে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প সাহায্য কতটুকু Effective হচ্ছে কিংবা Value Add কিভাবে নিশ্চিত করা হচ্ছে সে বিষয়ে চিন্তার অবকাশ রয়েছে। আর এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের পর প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের তথ্য উপাত্ত সঠিকভাবে না পাওয়ায় সবোর্পরি প্রকল্পের Visible কোন Outcome না থাকায় প্রকল্প মূল্যায়নে সমস্যা হয়/হচ্ছে।

১৬.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৬.১ বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ মোটেই কাম্য নয়। ভবিষ্যতে সময়মতো পিসিআর প্রেরণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নিশ্চিত করতে হবে;

১৬.২ প্রকল্প মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। ভবিষ্যতে যে কোন সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর সময়মত প্রেরণ, আইএমইডি কর্তৃক সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালকের সহযোগিতা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগীদের তথ্য প্রদানের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নিশ্চিত করতে হবে;

১৬.৩ বর্ণিত প্রকল্পটি অনুমোদনের পর সংশোধন করা হয়নি কাজেই প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপি'র অংগভিত্তিক সংস্থানের সমান সমান ব্যয় হওয়া অসংগতিপূর্ণ। মন্ত্রণালয় কর্তৃক অংগভিত্তিক ব্যয়ের বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন এবং বর্ণিত প্রকল্পের পিসিআরে FAPAD এর অডিট রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে;

১৬.৪ ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ও বদলীর ক্ষেত্রে যথাক্রমে পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের ০৮ নভেম্বর, ২০০৯ তারিখের পবি/এনইসি-৩/২০০৭-২০০৮/২৫৯ নং পরিপত্র এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/মসক-৬/২০০৪/৩২ নং প্রজ্ঞাপন অনুসরণ করতে হবে;

১৬.৫ প্রকল্পের যথাযথ Outcome প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রতিটি Activity'র ফলো-আপ অত্যন্ত জরুরী। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত মনিটরিং-এর মাধ্যমে টিপিপি'র Log frame–এ বর্ণিত প্রকল্পের Outcome নিশ্চিত করতে হবে;

১৬.৬ ভবিষ্যতে যথাযথ Feasibility Study সম্পন্ন করে Need-based প্রকল্প গ্রহণ যুক্তিসংগত হবে। প্রায় একই ধরনের কার্যক্রমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (কম প্রাক্কলিত মূল্যের) অনেকগুলো প্রকল্প গ্রহণ না করে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মকান্ড টিপিপি'তে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে একটি সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ করাই শ্রেয়। এ ধরনের প্রকল্পের যেসব কার্যক্রমের (সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, র‌্যালি, কর্মশালা, আলোচনা সভা ইত্যাদি) প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী সময়ে দৃশ্যমান কোন Outcome পাওয়া যায় না সে সকল কার্যক্রম আয়োজনের পূর্বে কার্যক্রম সম্পর্কে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে এবং এটি আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

“Economic Empowerment of WOMEN Migrant Workers from Bangladesh”
শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ সেপ্টেম্বর, ২০১২)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা।
২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো।

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৫৩.২৮ - (৫৩.২৮)*	--	৪৫.৪৪ - (৪৫.৪৪)	অক্টোবর, ২০১১ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১২	--	অক্টোবর, ২০১১ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১২	--	--

* UN-WOMEN

৫.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১।	Salary of Project staff (RCO)	জনমাস	১.৮৫	১২	১.৬৩	১২
০২।	Printing	থোক	৪.৫৬	-	-	-
০৩।	Stationeries	থোক	০.৩৭	-	০.৩৭	-
০৪।	Training Materials, TOT, 5 person, Training on Entrepreneurship, 20 person, counseling 100 persons	থোক	২১.৫০	-	-	-
০৫।	Seminar/Round Table	থোক	৬.৫০	-	-	-
০৬।	National Preparation for Global Forum for Migration and Development	থোক	৩.৭০	-	৩.৪৮	-
০৭।	Consultant Services	জনমাস	৬.৯০	৮	-	-
০৮।	Meetings (PSC, PMC, DSPEC, TEC)	থোক	০.৫০	-	০.১৬	-
০৯।	Operation & Maintenance	থোক	২.০০	-	-	-
১০।	Equipment	থোক	২.৯০	-	-	-
১১।	Hardware	থোক	০.৭০	-	-	-
১২।	Software Development	থোক	১.০০	-	-	-
১৩।	Furniture	থোক	০.৮০	-	-	-
	উপ-মোটঃ		**৫৩.২৮**	**-**	**৫.৬৪**	**-**
	টিপিপি বহির্ভুত যেসব অংগের ব্যয় করা হয়েছে					
০১।	Establishment of a hotline service for WOMEN Migrant Workers	থোক	**০.০০**	**-**	৭.৪০	বর্ণিত অংগগুলো অনুমোদিত টিপিপিতে
০২।	Facilitate re-migration of returnees from Libya	থোক	**০.০০**	**-**	৮.৯১	

ক্রমিক নং	অনুমোদিত টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০৩।	Review of MoU and standard Employment contract (KSA and Lebanon) for domestic workers	থোক	০.০০	-	৩.৩৬	ছিল না। কিন্তু পিসিআর-এ এসব অংগে মোট ৩৯.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে।
০৪।	Celebration of International Migrants Day (IMD)	থোক	০.০০	-	২.৯০	
০৫।	Follow-up initiative of Colombo process	থোক	০.০০	-	৩.০৪	
০৬।	Updating the care givers training manual	থোক	০.০০	-	৪.৬৯	
০৭।	Reintegration program for returnee WOMEN migrants (training on entrepreneurship for IGA)		০.০০	-	৯.৪৬	
	উপ-মোটঃ		০.০০	-	**৩৯.৭৬**	
	মোটঃ		**৫৩.২৮**		**৪৫.৪৪**	

৬.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত টিপিপি'র কয়েকটি অংগের কাজ অসমাপ্ত রয়েছে এবং অনুমোদিত টিপিপি বহির্ভূত কিছু কাজ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ (বিএমইটি, ইউএন-ওমেন) হতে কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ পটভূমিঃ

দীর্ঘদিন ধরেই অভিবাসন প্রক্রিয়া বাংলাদেশের জনগণের জীবনধারনের একটি অন্যতম মাধ্যম। ২০১১ সালের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ ১৪৩টির বেশি দেশে শ্রমিক প্রেরণ করেছে এবং সে সময়ে প্রায় ৭৮ লক্ষ শ্রমিক পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে কর্মরত ছিল। ২০০৪ সালে অভিবাসী শ্রমিকদের ১% নারী হলেও ২০১০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৭%-এ উন্নীত হয়েছে। নারী ও পুরুষ উভয় ধরনের শ্রমিকদের জন্য অভিবাসন অন্যতম জীবন ধারনের মাধ্যম হলেও বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, নারী অভিবাসীদের দ্বারা তাদের পরিবার বেশী লাভবান হয়। কারণ তারা পুরুষের তুলনায় ভালো সঞ্চয় করে এবং দেশে বেশি পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করে। কিন্তু নারী শ্রমিকেরা পুরো অভিবাসন প্রক্রিয়ায় হয়রানি ও বঞ্চনার শিকার হয়। নারীদের নিরাপদ অভিবাসনের লক্ষ্যে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পুরো অভিবাসন প্রক্রিয়ায় একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের গরীব, নিরক্ষর ও অদক্ষ নারী শ্রমিকেরা অপেক্ষাকৃত ভালো থাকার লক্ষ্যে স্বল্প সময়ের জন্য বিদেশে যেতে আগ্রহী। কিন্তু অভিবাসনের জন্য কোথা থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং সর্বনিম্ন খরচে কিভাবে বিদেশ যাওয়া যায় সে সম্পর্কে নারী শ্রমিকরা সচেতন নয়। বিভিন্ন সভা/সেমিনারে প্রকাশিত হয়েছে যে, নিরাপদ অভিবাসন সম্পর্কে তৃণমূল পর্যায়ে তথ্য পৌঁছে দেওয়া নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণের একটি অন্যতম মাধ্যম। বাংলাদেশ সরকারও নারীদের নিরাপদ অভিবাসনের ব্যাপারে অত্যন্ত মনযোগী এবং এ লক্ষ্যে নারীদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ, বহির্গমনপূর্ব ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করেছে। মূলতঃ নিরাপদ অভিবাসনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গৃহীত হয় যা নারীদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করবে।

৭.২ উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে- বিদেশ গমনেচ্ছুকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও বিদেশ ফেরৎ শ্রমিক পুনর্বাসনের মাধ্যমে নিরাপদ অভিবাসন প্রক্রিয়ার উন্নীতকরণ। এছাড়া প্রকল্পের আরও কিছু লক্ষ্য নিম্নরূপঃ

(১) বাংলাদেশ থেকে মানসম্মত Care Giver-দের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ; এবং
(২) বিভিন্ন উপদেশমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদেশ ফেরৎ শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্যে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

৮.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

৮.১ প্রকল্প অনুমোদনঃ প্রকল্পটির টিপিপি'র উপর ২৭/১২/২০১১ তারিখে বিভাগীয় বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (ডিএসপিইসি) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপর্যুক্ত সভার সুপারিশের আলোকে পুনর্গঠিত টিপিপি প্রবাসী কল্যাণ ও

বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ২৩/০১/২০১২ তারিখে ৫৩.২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১১ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

৯.০ **বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি বরাদ্দ (সংশোধিত)			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১১-২০১২	৪৫.৪৪	-	৪৫.৪৪	-	৪৫.৪৪	-	৪৫.৪৪
মোটঃ	**৪৫.৪৪**	**-**	**৪৫.৪৪**	**-**	**৪৫.৪৪**	**-**	**৪৫.৪৪**

১০.০ **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর পরিচালক ড. মোঃ নুরুল ইসলাম এ প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

১১.০ **প্রকল্প পরিদর্শনঃ**

প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক গত ২১/০৭/২০১৪ তারিখে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)-এর প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক চাকুরিরত (বিভাগীয় তদন্তের কারণে ছুটিতে) না থাকায় তার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তবে উক্ত অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রকল্পটির কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু ধারণা দেন এবং আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা UN-WOMEN-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ জানান। উল্লেখ্য, পরিদর্শনের দিন UN-WOMEN-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও দাপ্তরিক ব্যস্ততার কারণে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। UN-WOMEN-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি কি কি তথ্য প্রয়োজন তা E-mail-এর মাধ্যমে চাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। সে অনুযায়ী ২২/০৭/২০১৪ তারিখে E-mail-এ তথ্য চাওয়া হয় এবং পরপর কয়েকদিন ফোনে যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু এ সম্পর্কিত কোন তথ্য না পাওয়ায় ১০/০৮/২০১৪ ও ০১/০৯/২০১৪ তারিখে পুনরায় E-mail-এর মাধ্যমে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া হলেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা দিচ্ছি/দেব বলে অদ্যাবধি কোন তথ্য সরবরাহ না করায় প্রকল্পের টিপিপি অনুযায়ী অংগভিত্তিক ব্যয় বিশ্লেষণ, প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কি কি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং বর্তমানে এগুলোর কি অবস্থা তা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি। পরিদর্শনের সময় বিএমইটি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে যে ধারণা দেন তা নিম্নরূপঃ

১১.১ প্রকল্পের আওতায় অভিবাসী শ্রমিকদেরকে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য একটি Hotline স্থাপন করা হয়েছে (ফোন নং ৮৩২৩০০৪, ৮৩২২৯৪৬, ৮৩১৯৩২২, ৮৩১৭৫১১)। তবে কোন অংগের আওতায় কত টাকা ব্যয়ে এ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে তা তিনি জানাতে পারেননি।

১১.২ Hotline-এ ফোন রিসিভ করার জন্য একজন কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে যিনি বিদেশ গমনেচ্ছুকদেরকে ফোনে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সেবা দিতেন, এসব তথ্যের মধ্যে রয়েছে কোন এজেন্সি অনুমোদিত কি-না, পাসপোর্ট কোথায়, কিভাবে করতে হবে ও কত টাকার প্রয়োজন, বিদেশ যাওয়া বাবদ এজেন্সি যে পরিমাণ টাকা চাচ্ছে তা সঠিক কি-না, Clearance কোথায় কিভাবে নিতে হবে, ফিঙ্গার প্রিন্ট কোথায় করতে হবে ইত্যাদি।

১১.৩ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাৎক্ষণিক কোন তথ্য দিতে অপারগ হলে তিনি প্রশ্নদাতার নাম, ঠিকানা ও ফোন নাম্বার লিখে রাখতেন এবং তিনি পরে তা জেনে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নকর্তাকে তা জানাতেন। পরিদর্শনের দিন এ সংক্রান্ত রেজিস্ট্রার খাতা চেক করে দেখা যায় যে, প্রতিদিন গড়ে ১৪০-১৫০ জন প্রশ্নকর্তার নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে।

১২.০ **প্রকল্পের মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহঃ** প্রকল্পটি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা হয়েছেঃ

(iii) প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপি;
(iv) প্রকল্পের পিসিআর;
(iii) বিএমইটি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে আলোচনা; এবং
(iv) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত/বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন সমধর্মী প্রকল্পের সাথে বর্ণিত প্রকল্পের কর্মকান্ডের পর্যালোচনা।

১৩.০ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) বাংলাদেশ থেকে মানসম্মত Care Giver-দের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ; এবং	বাংলাদেশ থেকে মানসম্মত Care Giver-দের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় কোন কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে কি-না তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানাতে সক্ষম হননি। তবে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত Hotline-এর মাধ্যমে বিদেশ গমনেচ্ছুকদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করা হয়েছে। এছাড়া পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, Care Giver এর ট্রেনিং ম্যানুয়েলটি ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে এবং কোর্সের বিভিন্ন উপকরণ আপগ্রেড ও প্রিন্ট করা হয়েছে।
খ) বিভিন্ন উপদেশমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদেশ ফেরৎ শ্রমিকদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।	পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, লিবিয়া ফেরৎ নারী অভিবাসী শ্রমিকদেরকে নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে । লিবিয়া ফেরৎ ২৫ জন নার্সকে Nurses bridge programme এর আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে (পিসিআর পৃষ্ঠা: ৬), তবে বিদেশ ফেরৎ নার্সদেরকে পুনরায় কি ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানাতে পারেনি। এছাড়া ২টি জেলার (জেলার নাম উল্লেখ নাই) বিদেশ ফেরৎ ৪০ জন নারী অভিবাসীকে IGA (Mini Garments) এর উপর ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৪.০ **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে বিদেশ গমনেচ্ছুক মানসম্মত Care Giver-দের সংখ্যা বৃদ্ধি ও বিদেশ ফেরৎ শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্যে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং সর্বোপরি নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করা। এ উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় একটি Hotline স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে বিদেশ গমনেচ্ছুকদেরকে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহায়তা করা হয়েছে বলে জানা যায়, যা নিরাপদ অভিবাসনের সহায়ক। এছাড়াও পিসিআর-এর তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, Care Giver এর ট্রেনিং ম্যানুয়েলটি ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে এবং কোর্সের বিভিন্ন উপকরণ আপগ্রেড ও প্রিন্ট করা হয়েছে। লিবিয়া ফেরৎ নারী অভিবাসী শ্রমিকদেরকে নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে, লিবিয়া ফেরৎ ২৫ জন নার্সকে Nurses bridge programme এর আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ও ২টি জেলার (পিসিআরে জেলার নাম উল্লেখ নেই) ২০ জন করে বিদেশ ফেরৎ ৪০ জন নারী অভিবাসীকে IGA (Mini Garments) এর উপর ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তবে প্রকল্পের উপকারভোগীর কোন তালিকা সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তার (বিএমইটি ও UN-WOMEN) নিকট হতে না পাওয়ায় তাদের সাক্ষাৎকার বা তাদের সাথে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। ফলে মানসম্মত Care Giver-দের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কি-না এবং বিদেশ ফেরৎদেরকে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কতটুকু সহায়ক হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

১৫.০ **আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ**

১৫.১ **বিলম্বে ভুল তথ্য সম্বলিত পিসিআর প্রেরণঃ** আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/ ২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর সাড়ে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর, ২০১২'তে সমাপ্ত হলেও প্রকল্পটির পিসিআর আইএমইডি'তে পাওয়া যায় ২৩/০৩/২০১৪ তারিখে অর্থাৎ প্রায় ১৮ মাস পর;

১৫.২ **অনুমোদিত টিপিপি'র অংগের সাথে পিসিআর-এ বর্ণিত অংগের অসামঞ্জস্যতাঃ** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এ অনুমোদিত টিপিপি সংস্থানকৃত অংগের ব্যয় উল্লেখ না করে টিপিপি বহির্ভূত কতিপয় অংগের ব্যয় উল্লেখ করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৫.০)। পিসিআর-এ অনুমোদিত টিপিপি'র সাথে ৪টি অংগের অনুকূলে ৫.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় এবং টিপিপি বহির্ভূত ৭টি অংগের অনুকূলে ৩৯.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ ১২.৪১% অনুমোদিত টিপিপি অংগের ব্যয়, ৮৭.৫০% টিপিপি বহির্ভুত ব্যয়। যা পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলা পরিপন্থী। এসব অংগে ব্যয়ের বিষয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট থেকে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি;

১৫.৩ **সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত প্রদানে উন্নয়ন সহযোগীদের অসহযোগিতাঃ** প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক ব্যয় এবং প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানার লক্ষ্যে UN-WOMEN-এর সংশ্লিষ্ট

কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হলে, কি কি তথ্য প্রয়োজন তা E-mail-এর মাধ্যমে চাওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। ২২/০৭/২০১৪ তারিখে তাঁর নিকট E-mail তথ্য চাওয়া হয় এবং ১০/০৮/২০১৪ ও ০১/০৯/২০১৪ তারিখে E-mail-এর মাধ্যমে পুনরায় অনুরোধ করা হয়। এছাড়াও মধ্যবর্তী সময়ে টেলিফোনে তাঁকে বিষয়টি বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হলেও এ সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। যা সম্পূর্ণ অনাকাংখিত ও দুঃখজনক। এর ফলে প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে বিলম্ব হয়েছে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনে সবগুলো তথ্য বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি;

১৫.৪ **Hotline-এর রেকর্ডিং সিস্টেম নষ্টঃ** প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত Hotline এর রেকর্ডিং সিস্টেমটি কাজ করছে না, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, সফটওয়্যারটি নষ্ট হওয়ার কারণে এমনটি হয়েছে। এছাড়াও Hotline যে রুমে স্থাপন করা হয়েছে সে রুমে প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত এয়ার কন্ডিশনও পরিদর্শনের সময় বিকল ছিল;

১৫.৫ **প্রকল্পের Specific উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কি-না সে সম্পর্কিত তথ্য না পাওয়া বা নির্ণয় করা সম্ভব না হওয়াঃ** প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ থেকে মানসম্মত Care Giver-দের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং বিভিন্ন উপদেশমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদেশ ফেরৎ শ্রমিকদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা। পিসিআরে এ দুটি বিষয়ের অর্জনের ক্ষেত্রে উল্লেখ রয়েছে যে:

- Care Giver দের ট্রেনিং ম্যানুয়েলটি ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে;
- লিবিয়া ফেরৎ নারী অভিবাসী শ্রমিকদেরকে নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং লিবিয়া ফেরৎ ২৫ জন নার্সকে Nurses bridge programme এর আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২টি জেলার (জেলার নাম উল্লেখ নেই) বিদেশ ফেরৎ ৪০ জন নারী অভিবাসীকে IGA (Mini Garments) এর উপর ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কিন্তু উপকারভোগীদের তালিকা না পাওয়ায় উপকারভোগীদের মতামত বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রকল্পটি তার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে বা এ ধরনের কার্যক্রম Stakeholder'দের জন্য কতটুকু Effective তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি;

১৫.৬ **প্রকল্প সম্পর্কে সার্বিক মতামতঃ** নারীদের নিরাপদ মাইগ্রেশন বা বিদেশে দক্ষ নারী শ্রমিক প্রেরণ বা বিদেশ ফেরৎ শ্রমিকদেরকে পুনর্বাসনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে সমজাতীয় কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে ও করছে, এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে- অক্টোবর, ২০০৯ হতে জুন, ২০১১ মেয়াদে "Ensuring Safe Migration of Bangladesh Women Workers (Revised)", ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সমাপ্ত হওয়া প্রকল্প "Networks for Prevention and Protection of Women Migrant Workers from Violence" ও "UN-GOB "Joint Programme to address Violence Against Women" শীর্ষক ৩টি প্রকল্প এবং বর্তমানে চলমান "Promoting Decent Work through Improved Migration Policy and its Application in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পসমূহ। পূর্বের মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সমাপ্ত হওয়া প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন অংগের নাম ও বর্তমানে চলমান প্রকল্পের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এসব প্রকল্পের সিংহভাগ কাজই সভা, সেমিনার, আলোচনা সভা, এডভোকেসি প্রোগ্রাম, বিভিন্ন ম্যানুয়েল তৈরি/ম্যানুয়েল আপডেট করা ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এসব কর্মকান্ডের ফলে নারী অভিবাসীরা কতটুকু উপকৃত হচ্ছে তা যথাযথ গবেষণা ব্যতীত নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে সমসাময়িক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে বলা যায় যে, এ ধরনের প্রকল্পের দৃশ্যমান Outcome নিতান্তই অল্প। বিশেষ করে, বর্ণিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যে কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে, সেগুলোর কার্যকারিতা সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে ও প্রেসক্রিপশনে গৃহীত এসব প্রকল্প যতটা না Demand Driven তার চেয়ে বেশী Supply Driven হচ্ছে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প সাহায্য কতটুকু Effective হচ্ছে কিংবা Value Add কিভাবে নিশ্চিত করা হচ্ছে সে বিষয়ে চিন্তার অবকাশ রয়েছে। আর এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের পর প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংরক্ষণ না করায় এবং প্রকল্পের দৃশ্যমান কোন Outcome না থাকায় প্রকল্প মূল্যায়নে সমস্যা হয়।

১৬.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

১৬.১ বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ এবং পিসিআর-এ ভুল থাকা মোটেই কাম্য নয়। ভবিষ্যতে অন্যান্য সকল সমাপ্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে অবশ্যই সময়মতো এবং নির্ভুল পিসিআর প্রেরণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নিশ্চিত করতে হবে;

১৬.২ অনুমোদিত টিপিপি'র বহির্ভূত অংগে ব্যয় করা সম্পূর্ণ নিয়ম-নীতি পরিপন্থী। প্রকল্পের অনুমোদিত টিপিপি বহির্ভূত অংগে ব্যয়ের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি'কে অবহিত করবে;

১৬.৩ প্রকল্প মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। ভবিষ্যতে যে কোন সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর সময়মত প্রেরণ, আইএমইডি কর্তৃক সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালকের সহযোগিতা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগীদের তথ্য প্রদানের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নিশ্চিত করতে হবে;

১৬.৪ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত Hotline এর রেকর্ডিং সিস্টেম ও এসি অকার্যকর থাকার বিষয়টি মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে এবং এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৬.৫ আইএমইডি'র সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য এক ধরনের গাইডলাইন হিসেবে কাজ করে, যা পরবর্তীতে এ ধরনের কোন প্রকল্প আরো কার্যকরভাবে গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। কাজেই কোন প্রকল্পের মূল্যায়নে যথাযথ তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে প্রকল্পের সকল ধরনের তথ্য সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে তা নিশ্চিত করতে হবে;

১৬.৬ ভবিষ্যতে যথাযথ Feasibility Study সম্পন্ন করে Need-based প্রকল্প গ্রহণ যুক্তিসংগত হবে। প্রায় একই ধরনের কার্যক্রমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (কম প্রাক্কলিত মূল্যের) অনেকগুলো প্রকল্প গ্রহণ না করে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মকান্ড টিপিপি'তে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে একটি সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ করাই শ্রেয়। এ ধরনের প্রকল্পের যেসব কার্যক্রমের (সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, র‍্যালি, কর্মশালা, আলোচনা সভা ইত্যাদি) প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী সময়ে দৃশ্যমান কোন Outcome পাওয়া যায় না সে সকল কার্যক্রম আয়োজনের পূর্বে কার্যক্রম সম্পর্কে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে এবং এটি আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।